44

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬/৭

শিক্ষাঙ্গন

'ভূগোল'-এ এত ভুল কেন ?

'ভূগোল' শব্দটির 'গো' অংশটুকু বাদ দিলেই 'ভূল' (ভুল) শব্দটির সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ ভূগোল-এর মাঝেই ভুল রয়েছে। নবম ও দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক ভূগোল বইখানা পড়লে এর সত্যতা প্রমাণ করা যায়। এ বইয়ের ২য় পাতার ৬নং লাইনে লেখা আছে— "নক্ষত্রের মধ্যাকর্ষণজনিত আকর্ষণের ফলে গ্রহসমূহ নক্ষত্রের চতুর্দিকে পরিক্রমণ করে।" কিন্তু আমরা জানি, কোন বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বলকে মধ্যাকর্ষণ বলে। আর মহাবিশ্বের যেকোন দু'টি বস্তুর পরস্পরের প্রতি আর্কষণ বলকে মহাকর্ষ বলে। কাজেই নক্ষত্র ও গ্রহসমূহের পরস্পরের আকর্ষণকে মধ্যাকর্ষণ নয় মহাকর্ষ বলাই যুক্তিযুক্ত। আবার ৭৮ পৃষ্ঠার ১১ নং লাইনে লেখা আছে "এভাবে পরিবহন প্রক্রিয়ার সাহায্যে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়।" কিন্তু পরিবহন প্রক্রিয়ার সংজ্ঞা হতে আমরা জানি, এ প্রক্রিয়ায় তাপ উষ্ণ স্থান হতে শীতল স্থানে সঞ্চালিত হয় অথচ পদার্থের অণুসমূহ কোন স্থান পরিবর্তন করে না। অণুসমূহ শুধু এক জায়গা থেকে কাঁপতে পারে মাত্র। কঠিন পদার্থে অণুগুলো তরল বা বায়বীয় পদার্থের তুলনায় খুব কাছাকাছি থাকে বলে কঠিন পদার্থে তাপ পরিবহন প্রক্রিয়ায় সঞ্চালিত হয়। অপর পক্ষে বায়বীয় পদার্থের অণুসমূহ চঞ্চল বলে তা উত্তপ্ত হয়ে সঞ্চালিত হওয়ার সাথে সাথে অণুগুলোরও স্থানান্তর ঘটে। আর এ প্রক্রিয়াকে পরিচলন বলে। অর্থাৎ বায়ু পরিচলন প্রক্রিয়া উত্তপ্ত হয়। কাজেই বায়ুমণ্ডল পরিবহন প্রকিরয়ায় নয়, পরিচলন প্রক্রিয়ায় উত্তপ্ত হয়।

আবার ২০৫ পৃষ্ঠার সাংকেতিক চিহ্নে মালভূমির জায়গায় সমভূমি এবং সমভূমির জায়গায় মালভূমি দেখানো হয়েছে (শুদ্ধরূপে মালভূমি, সমভূমি) যা মায়ানমার ভূপ্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত নির্দেশনা। বিগত বছরে প্রকাশিত বইগুলোতে এ ভুল লক্ষণীয়।

আমরা জানি, সূর্য রশ্মি কখনোই সুমেরু বা কুমেরু অঞ্চলে লম্বভাবে পতিত হয় না, তির্যকভাবে পতিত হয়। অথচ এই বইয়ের ৩৯ পৃষ্ঠার চিত্র-১৬-এ রেখাচিহ্নের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে সূর্য রশ্মি সুমেরু ও কুমেরুবৃত্তে লম্বাভাবে পতিত হচ্ছে যা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর। এমনি আরও অনেক ভুল দেখা যাবে যা স্বল্প পরিসরে দেখানো গেল না। আশা রাখি কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখবেন।

—এস এম সাকলায়েন (রাসেল),
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ,
ঢাকা।